অমর্ত্য সেন, আদুরী ও আবেদ ভাইয়ের মুনিরা

দিলরুবা শাহানা

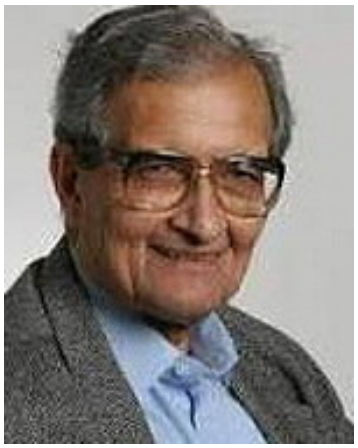

কিছুদিন আগে নোবেলবিজয়ী অমর্ত্য সেন তার সতীর্থ অর্থনীতিবিদ Jean Dreze সহ যৌথউদ্যোগে লিখিত An Uncertain Glory শিরোনামের বইয়ে বলেছেন বাংলাদেশের মেয়েদের উন্নয়ন ভারতের মেয়েদের চেয়ে বেশী। এই উন্নতির পিছনে এনজিওর ভূমিকা ও অবদানের উল্লেখ রয়েছে ঐ বইতে।

অমর্ত্য সেন তখনও নোবেল পুরস্কার পান নি। সময়টা ১৯৮৮ সাল। বিখ্যাত এই অর্থনীতিবিদ ঢাকায় এসেছেন। সব অর্থনীতি শৃংখলার(Economic Disciplin) লোকজনের মাঝে ভীষণ ঔৎসৌক্য, আনন্দ উত্তেজনা ছিল দেখার মত। পরবর্তী সময়ে নিজে যখন লন্ডন স্কুল অব ইকনমিক্সএ উন্নয়ন পরিকল্পনা বিষয়ে পড়তে গেলাম রিডিং লিস্টে অমর্ত্য সেনের নাম দেখেই মুগ্ধ। সেই মুহূর্ত থেকে আমি তাঁর পান্ডিত্যের যাদুতে আবিষ্ট। আত্মস্থ করতে চেষ্টা করেছি, ধারন করতে চেয়েছি নিজের বিদ্যাবুদ্ধির স্বল্পতার মাঝেও। অমর্ত্য সেনের সব কাজে জেন্ডার বিষয়টি অত্যন্ত সুচারু ভাবে উপস্থাপিত যা আমার নিষ্ঠার সাথে বোঝার, ধারনের ও লালনের বিষয়। তখন এসাইনমেন্ট-পরীক্ষার জন্য উৎকণ্ঠা নিয়ে অমর্ত্য সেন পড়েছি আর এখন পড়ি প্রশান্ত চিত্তে ভালবেসে। সেই পন্ডিত লোকটি যখন আমাদের বাংলাদেশ সর্ম্পকে তার পর্যবেক্ষণ তুলে ধরেন তা দারুনভাবে আমাদের আন্দোলিত করে।

তাঁর পর্যবেক্ষণ বিষয়ে একজন বলেছিলেন সাক্ষরতায় বাংলাদেশের মেয়েরা যে এগিয়ে এর পিছনে গ্রামীন ব্যাংকের ভূমিকা রয়েছে। তবে আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতালব্ধ বাস্তবতা সাক্ষ্য দেয় গ্রামীন ব্যাংক নয় সাক্ষরতার ক্ষেত্রে ব্র্যাকের ভূমিকা ও অবদান অনেক। ব্র্যাকের নন ফর্মাল প্রাইমারী এডুকেশন প্রোগাম বাংলাদেশে শিক্ষাবঞ্চিত শিশুদের জন্য বিরাট এক সাহায্য। অত্যন্ত সফল ব্র্যাক নন ফর্মাল প্রাইমারী এডুকেশন প্রোগাম বা অনানুষ্ঠানিক শিক্ষাকর্মসূচীর মডেল আফ্রিকা ও এশিয়ার ক'টি দেশে চালু করা হয়েছে। এবিষয়ে অনেককথা বলা যায় তবে এই পরিসরে নয়।

অমর্ত্য সেনের গবেষণালব্ধ পর্যবেক্ষণ আমাদের আনন্দিত করেছে অবশ্যই। তবে ঠিক তার কিছুদিন পর পরই ঢাকা শহরে ছোট্ট গৃহকর্মি আদুরীর উপর চালানো নির্যাতনের নির্মম ঘটনা আমাদের লজ্জিত করেছে, ব্যথিত করেছে। আদুরীর উপর অমানবিক অত্যাচার অমর্ত্য সেন পর্যবেক্ষিত আমাদের অর্জনের আনন্দকে ম্লান করে দিয়েছে। ভুখা নির্যাতিতা আদুরীকে ময়লার গাদায় ফেলা দেওয়া হয়। পরে ওখান থেকে উদ্ধার করে আদুরীকে হাসপাতালে পাঠানো হয়। আদুরীর নিয়োগকর্ত্রী (এমপ্লোয়ার) অবশ্য এরমাঝেই গ্রেফতার হয়ে এখন জেলে রয়েছে।

আদুরীর মতই ছোট্ট এক মেয়ের সাথে বছর দু'এক আগে ঢাকায় দেখা। সেও গৃহকর্মি। চটপটে, বুদ্ধিমতী দুইবেনী দুলিয়ে ফ্রকপরা মুনিরা ছুটে ছুটে কাজ করে চলছে। ঘরের ফুটফরমাস পালন করার পাশাপাশি টেলিফোন ধরা, মেহমান এলে স্লামালেকুম বলার কায়দাকানুনও মুনিরার জানা। দরজা থেকে খবরের কাগজ আনতে আনতে কিছু লাইন পড়েও ফেলে মুনিরা। সবচেয়ে যা অবাক করার মত ব্যাপার তা হল মুনিরার অবসর কাটে হাতের লেখা লিখে। বাড়ীর কর্ত্রী মুনিরার জন্য খাতা পেনসিল অনবরতই কিনে আনছেন, সন্ধ্যার পর লেখাগুলো ঠিকমত হচ্ছে কি না দেখে দিচ্ছেন, বানান শুদ্ধ করে লিখতে শিখাচ্ছেন। মুনিরার ব্যাপারে আগ্রহী হয়ে জানলাম মুনিরার মা বাসায় কাজে দেওয়ার সময়ে অনুরোধ করেছে তার মেয়েকে একটু লেখাপড়া যেন শেখানো হয়। তারা স্কুলে পাঠাতে পারবেন না বলেছেন তবে বাসায় পড়াবেন বলে কথা দিয়েছেন। শুধু ওর মাকে কথা দিয়েছেন বলেই খাতা, বই, পেনসিল কিনে দিয়ে গৃহকর্মি মেয়েটির পড়াশুনার দেখভাল করছেন তা নয়। কারন আরও আছে। মুনিরা ব্র্যাক স্কুলে পড়েছে। মুনিরা সচেতন ও আলোকিত। মুনিরার স্ট্যাটাস অন্য রকম। মুনিরার সাথে বাড়ীর বাচ্চারা, ড্রাইভাররা ও অন্য কাজের লোকেরা কেউ তুইতুকারী করে না। একজন আত্মীয় ঠাট্টা করে বললেন 'বাব্বা মুনিরা ব্র্যাক ইউনিভার্সিটির ছাত্রী ছিল তাই ওর আলাদা খাতির!'। আসলেই কি ও ব্র্যাক স্কুলে পড়েছে? হ্যা সত্যিই তাই। ওর হাতের লেখা সেই সাক্ষী। মুনিরার হাতের লেখা ছিমছাম। প্রত্যেকটা শব্দের মাঝে দূরত্ব বা ফাক একই রকম। মনে হয় স্কেল বসিয়ে মেপে মেপে একটির পর একটি শব্দ লিখেছে। ব্র্যাক কর্মসূচী এলাকার যে বাচ্চারা সরকারী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে যেতে পারে নি তারা সাধারনতঃ ব্র্যাক নন ফর্মাল স্কুলে আসতো। এই বাচ্চাদের হাতের লেখা এক রকম। আমার অবাক লেগেছিল তা দেখে। মানিকগঞ্জ, জামালপুর, মাধবপুর সবখানেই লেখার মাঝে কেমন এক ধরনের মিল। আমি নন ফর্মাল প্রাইমারী এডুকেশন প্রোগ্রামের (NFPE) প্রধান কানিজ ফাতেমাকে (ব্র্যাকে সবার কানিজ আপা, ইনার আরেক পরিচয় উনি গুণী নাট্যশিল্পী সারা জাকেরের খালা) এবিষয়ে জিজ্ঞেস করেছিলাম। তার কাছ থেকে জানলাম টিচার্স ট্রেনিং, এবং টিচার্স রিফ্রেসার কোর্সগুলোতে শিক্ষকদের তৈরীই করা হয় এমনভাবে যাতে সব এলাকার বাচ্চাদের তারা একই ভাবে শিখাতে পারেন। হাতের লেখা ওদের হিবিজিবি নয়। গোটা গোটা শব্দ, লাইনও সোজা, আঁকাবাঁকা নয় মোটে। এর পেছনে কারনটা সোজা তবে বেশ চিন্তাভাবনা করেই সোজা পদ্ধতিটা বের করা হয়েছে। ব্র্যাক ইস্কুলের বাচ্চারা শিখেছে লেখার সময়ে একটি শব্দের পরে এক পেনসিল জায়গা ছেড়ে আরেকটি শব্দ লিখতে হবে। দুটো লাইনের মাঝে এক পেনসিল ফাক রাখতে শিখানো হয়। এই সোজা পদ্ধতি মেনে চলার কারনেই ওদের লেখা পরিচ্ছন্ন এবং প্রায় সবার লেখার মাপ মনে হয় এক রকম। এদের শিক্ষা উপকরণ সামান্য তবে শিখানো হত দরদ দিয়ে।

তখনও মাঝে মাঝে বাঁকা মন্তব্য কানে এসেছে। যেমন 'যাদের পেটে ভাত জোটে না তাদেরকে আবেদ সাহেব লেখাপড়া শেখায়!'। আবার কখনো প্রোগ্রামের মাঠকর্মিরা সমালোচনা নয় সহানুভুতি নিয়ে বলেছেন 'এই বাচ্চাদের অনেকেই আধপেটা খেয়ে ব্র্যাক স্কুলে এসেছে, খাবারের ব্যবস্থা করা গেলে ভাল হত'। অনেক কিছু করা গেলে ভাল হত অবশ্যই। তবে শিক্ষাকে বাদ দিয়ে নয়। ঐ শিক্ষাই গৃহকর্মি মুনিরার এক স্বতন্ত্র অবস্থান তৈরী

করেছে। আবেদ ভাইয়ের রিসার্চ আর মনিটরিং সেল ব্র্যাক প্রোগ্রামের বাইরে এসে এখন যে সব মুনিরা রয়েছে তাদের সমীক্ষা কখনো কি করেছে?

আদুরীর অত্যাচারের বর্ননা অনেক বলা হয়েছে, সংবেদনশীল মানুষের মনে রক্ত ঝরিয়েছে। এখন অনাদৃতা আদুরীর অধিকার রক্ষায় মানবাধিকার সংস্থা অধিকার, আইন সালিশ কেন্দ্র, আরও অনেকে কি করছে জানতে ইচ্ছা করে?